

ডায়মন্ড ডাভ

By Tanvir Hussain on Thursday, March 17, 2016 at 5:05pm

by Shanjid Islam Sharod

১। ইতিহাস : ডায়মন্ড ডাভের বৈগ্যনিক নাম "জিওপেলিয়া কুনেয়াটা"। এদের আদি নিবাস অস্ট্রেলিয়া, বিশেষ করে সাউদার্ন এবং নদার্ন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ান পাখি বিশেষগ্য "জন লাথাম" ১৮০১ সালে সর্বপ্রথম এদের বর্ণনা দেন।

২। দৈহিক গঠন : ডায়মন্ড ডাভের গঠন অন্যান্য ডাভের মতই, তবে আকারে ছোট। লম্বা একটি লেজসহ মোট দৈর্ঘ্য ৮-১০ ইঞ্চি। ওজন ৫০-৭০ গ্রাম। চোখে কমলা রং এর একটা আইরিস রিং আছে। ডানা দুটো বেশ সুগঠিত।

৩। আচার-আচরণ : এরা সাধারণত তেমন একটা ওড়াউড়ি করে না, মাটিতে বিচরণ করতেই বেশি পছন্দ করে। ওড়াউড়িতেও যথেষ্ট এক্সপার্ট। তবে এদের সবচেয়ে নজরকাড়া আচরণ হলো ছেলে পাখিটার ডাক। ডাকার সময় গুম গুম আওয়াজ করে এবং লেজটা ময়ূরের মত ছড়িয়ে দিয়ে মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্যের সৃষ্টি করে। প্রকৃতিতে জোড়ায় অথবা ছোট্ট দলে বিচরণ করে।

৪। মিউটেসন বা জাত : ডায়মন্ড ডাভের বেশ কয়েকটি প্রজাতি আছে, সবাইকে আমরা রং অনুসারেই ডাকি, যেমন - গ্রে, সিলভার, রেড, হোয়াইট ইত্যাদি।

৫। খাঁচা : যেহেতু লম্বা লেজ, তাই এই সৌন্দর্য রক্ষা করতে হলে বড় খাঁচা আবশ্যিক। এক জোড়া পাখির জন্য সর্বনিম্ন মাপ ১৮"১৮"১৮"। আগেই বলেছি এরা মাটিতে বিচরণ করতে ভালোবাসে, তাই খাঁচার তলায় অবশ্যই মোটা কাগজ, পাতলা কাঠ বা খবরের কাগজ কয়েকটা মোটা করে বিছিয়ে দিতে হবে। খাঁচার তলা সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে, নাহলে বিভিন্ন রোগ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বসার জন্য দুইটা ডাল দুই কোনায় দিতে হবে, যাতে একটা থেকে উড়ে আরেকটায় যেতে পারে এবং যথেষ্ট ওড়াউড়ির সুযোগ পায়।

৬। খাবার-দাবার : ডায়মন্ড ডাভের প্রধান খাবার কাউন। কাউন ছাড়াও সীডমিক্সে চীনা, তিশি, গুজিতিল, পোলাও ধান, মিলেট, সরিষা ইত্যাদি দেওয়া যায়। ডাভ কিন্তু খোসা সহই খাবার খায়, তাই খাবার হজমের জন্য এদেরকে গ্রিট দেওয়া আবশ্যিক। সীডমিক্স ছাড়াও ডাভ কে নিয়মিত সজনে পাতা, নিম পাতা এবং বিভিন্ন শাক, যেমন- লালশাক, পালং, লেটুস, ধনেপাতা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া মাঝে মাঝে, বিশেষ করে ব্রিডিং এর সময় একটু সুজি ও দেওয়া যায়।

৭। বয়স নির্ধারণ : ক। বয়স্ক পাখির চোখের রিং গাঢ় কমলা রং এর হয়, বাচ্চাদের খয়েরী। খ। বয়স্ক পাখির পা দুটো কমলা রং এর, বাচ্চাদের ধূসর। গ। বয়স্ক পাখির ডানায় সাদা রং এর চকচকে স্পট থাকে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে থাকে না। ঘ। কম বয়স্ক পাখির ঠোঁটের রং বয়স্ক পাখির থেকে বেশ হালকা এবং ধূসর।

৮। ছেলে-মেয়ে শনাক্তকরণ : ক। ৪ মাস বয়স পার হওয়ার পরই আইরিশ রিং কড়া কমলা রং ধারণ করতে থাকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই রিং মেয়েদের থেকে অপেক্ষাকৃত মোটা এবং গাঢ়। খ। আগে যেমনটা বললাম, ছেলে পাখি লেজ ফুলিয়ে উচ্চস্বরে ডাকে। মেয়েটা মৃদুস্বরে কু কু শব্দ করে। গ। পাখির ভেন্ট এ দুটো লম্বাটে হাড় থাকে যা পেলভিক বোন নামে পরিচিত। মেয়ে পাখির ক্ষেত্রে এই হাড় দুটোর মধ্যে দিয়ে ডিম আসে বলে দুই হাড়ের মাঝে যথেষ্ট ফাক থাকে যা প্রায় আঙ্গুল বসে যাওয়ার মতো। অপরদিকে ছেলে পাখির ক্ষেত্রে এই হাড়দ্বয়ের মাঝখানে কোন ফাক থাকে না। তাই আঙ্গুল দিয়ে এই ভেন্ট এরিয়া পরীক্ষা করে সহজেই ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব।

৯। ব্রিডিং : সাধারণত ৬ মাসের মধ্যেই ডায়মন্ড ডাভ প্রজননক্ষম হয়ে যায়, মেয়েটার বয়স আরো ১-২ মাস বেশি হলে ভালো হয়। ব্রিডিং এর জন্য মাটির তাওয়া বা বাশের ঝুড়ি দেওয়া যেতে পারে। সাদা রং এর দুটি ডিম পাড়ে এবং ছেলে ও মেয়ে পাখি উভয়েই তা দেয়। সাধারণত ১৩-১৫ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ডাভের বাচ্চা খুবই দ্রুত বাড়ে। ৩ সপ্তাহের মধ্যেই মোটামুটি ওড়া শিখে যায়। বনে মাত্র ৩-৫ বছর বাঁচলেও খাঁচায় পর্যাপ্ত যত্ন নিলে ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব।

১০। রোগ-ব্যারাম : ডাভ সাধারণত ঠান্ডা এবং পেটের সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হয়। নিয়মিত এসিডি, তুলসি ও ঘৃতকুমারী দ্রবণ খাওয়ালে এগুলো হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়, সাথে খাঁচা পরিষ্কার রাখাও

জরুরী। শীতকালে সীডমিক্সে তৈলাক্ত বীজ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং পানির সাথে মধু মিশিয়ে পাখিকে খেতে দিতে হবে।